17

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক

নাছিম উল আলম ঃ দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক আগামী ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন। আগামী ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের এক মহাসমাবেশে ভাষণ দেবেন বলে কথা রয়েছে। দেশের প্রায় ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে পাঁচ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন-, সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। সবশেষ গত ৩১ মে ঢাকার ওসমানী উদ্যান থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে কাফন মিছিল, রাজপথ অবরোধ ও ১ জুন থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন করেন এসব শিক্ষক। এ আমরণ অনশনের এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমুসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে একাধিক বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের আলোচনার ব্যবস্থা করেন। সে আলোচনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দেশের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সমস্যাকে তার নিজের সমস্যা বলে চিহ্নিত করে তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখবেন বলেও আশ্বাস দেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাদের অনশন প্রত্যাহার করেন।

এরপরে বিভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে আগামী ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী দেশের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখার কথা জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরে এটাই হবে তার এ ধরনের কোন শিক্ষক মহাসমাবেশে ভাষণ দান। দেশের দারিদ্র্যপীড়িত বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ স্বভাবতই আশা করে আছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি সুন্দর ঘোষণা শোনার জন্য।

দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছেন তাদের বাঁচা-মরার তাগিদে। স্বাধীনতার পরে সরকার দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করার পরেও প্রয়োজনের তাগিদেই এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম করে হলেও ৮০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। কিন্তু দেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক দায়িত্ব যারা পালন করছেন, তাদের জীবন ধারণের নূন্যতম কোন ব্যবস্থাও আজ পর্যন্ত হয়নি। যদিও বিএনপি সরকার এসব শিক্ষকদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের মূল বেতনের অংশ হিসেবে ৭৪৫ টাকা পর্যন্ত একটি সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন রাজস্ব খাত থেকে। কিন্তু অ ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। এসব শিক্ষকদের চিকিৎসা, বাড়ী ভাড়া ও উৎসব ভাতা প্রদানের এ যাবত কোন ব্যবস্থা হয়নি। এ নিয়ে সে সময় এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক ঢাকার রাজপথে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। এমন কি আমরণ অনশনও করেছেন এবং সে অনশন ভাঙাতে এসে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াদা করেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের আর দাবী আদায়ের জন্য রাজপথে নামতে হবে না।"

কিন্তু সে ওয়াদা পালিত হয়নি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রায় আড়াই বছরের শাসন আমলে। এসব শিক্ষকদের পুনরায় রাজপথকেই অবলম্বন করতে হয়েছে। পুনরায় কাফন মিছিল, আমরণ অনশনসহ বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে শিক্ষকগণ এখনো অবিচল। তবে আগামী ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ঢাকার বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশে কি ঘোষণা দেবেন, তার জন্য আশায় বুক বেঁধে আছেন লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক। ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এসে পৌঁছতে শুরু করেছেন মহাসমাবেশকে সফল করতে। ঐ মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীও ভাষণ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পরে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের এ মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করছে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে গত ২৭ অক্টোবর ঢাকায় এ মহাসমাবেশ হবার কথা থাকলেও শেষ মূহূর্তে তা বাতিল করা হয়েছিল।